

## গোলক ধাঁধাঁ

### সেফাত উলাহ্

জন্ম থেকেই আমরা সবাই  
গোলক ধাঁধাঁয় ঘুর পাক খাই  
ডিম আগে না মুরগি আগে  
সঠিক জবাব তার নাহি পাই।  
মুরগী আগে না ডিম আগে  
পড়ছি গোলক ধাঁধাঁয়!  
কেউ বলে ডিম থেকেই  
তো মুরগী হয়  
কেউ বা বলে মুরগী  
থেকেই তো ডিম  
সঠিক জবাব নাহি পেয়ে  
শরীর হয়ে আসে হিম।

তাইলে এখন প্রশ্ন দাঁড়ায়  
স্রষ্টা এখানে কে  
মুরগি নাকি ডিম?

ঈশ্বর যদি স্রষ্টা হয়  
তাইলে ঈশ্বর স্রষ্টা কে?

ঈশ্বর আগে না মানুষ আগে  
ঈশ্বর যদি হয় মানুষ স্রষ্টা  
তাইলে ঈশ্বর স্রষ্টা কে?

কেউ বা বলে মানুষ হচ্ছে  
কল্পিত ঈশ্বর স্রষ্টা!

জটিল বিষয় ভেবে ভেবে  
মাথায় চক্কর খাই  
যুক্তিতে তার সঠিক জবাব  
আজো খুঁজে নাহি পাই।

হুজুর বলে সূর্য ঘুরে  
মাষ্টার সাব বলে পৃথিবী  
এসব শুনে আমারই

মাথা ঘুরে নাহি থাকে স্থির!

বিজ্ঞান বলে এক রকম  
ধর্ম বলে আরেক  
আমি বলি হুজুরকে  
রেডিওতে শুনেছি  
মানুষ গেছে চাঁদে  
হুজুর বেজায় ক্ষেপে বলে  
তুই হইয়া গেছস কাফের  
এই বলিয়া ভীষন জোরে  
মারলো কষে কানেতে থাপ্পড়!  
সেদিন থেকে ডান কানেতে  
আর নাহি শুনি!

বড় হয়ে এসব অজানাকে  
জানার দিন ক্ষণ গুনি।

গোলক ধাঁধাঁর ঘুর্নি পাকে  
শুধুই ঘুর পাক খাই  
বলুন দেখি এখন আমি  
কোন্ দিকেতে যাই?

আমি বলি আমার ধর্মই সত্য  
শিশির বলে তার  
এলেনার কাছে অর্থডক্স  
আলেক্সের কাছে ক্যাথলিক  
এরিখার কাছে এবাংগেলিশ  
জনের কাছে প্রটেস্ট্যান্ট  
আলীর কাছে সিয়া বড়  
আলতাহের কাছে সুন্নী  
জাহাঙ্গীরের কাছে আহমদিয়া  
অপকুর কাছে জেহুবা

মারিয়া বলে সবচে বড় যীশু খ্রিষ্ট  
আমি বলি মোহাম্মদ  
বাকের বলে বাহাই বড়

আমের বলে জোরাষ্টান।  
আমি বলি আমার নবিই  
স্রেষ্ঠ নবী শিশির বলে মনু  
বলুন দেখি এখন আমি  
কোন্ দিকেতে যামু!

ভিক্ষু বলে বুদ্ধা জ্ঞানী  
শান্তি পাবে মানব জাতি  
শুনলে তাহার বানী  
প্রিতম বলে গুরু নানক  
সবচে বড় ধর্মাবতার  
মুক্তি পাবে পাপিষ্ঠরা  
সেবা করলে মানবতার।

এসব নিয়ে বন্ধুদের মাঝে  
হচ্ছে লংকা কাণ্ড  
সে কারনে খেলার আসর  
হয়ে গেছে লন্ড ভন্ড

ধর্ম যুদ্ধের কষা ঘাতে  
আজ বিশ্ব অশান্ত  
একই দর্শনের আদর্শে  
বিশ্বাসী হলেই সবার  
সাথে থাকতো বন্ধুত্ব।

গোলক ধাঁধাঁর চক্করে  
পড়ে অনেকেই হয়ে  
গেছে ধর্মহীন  
একটি মাত্র ধর্ম থাকাই  
হলো সবচে সমীচিন।  
যেখানে থাকবে না  
কোথাও কোন অসত  
ধর্মব্যাবসায়ীর মন গড়া  
ফতোয়ার গোঁজা মিল!